যুগান্তর

তারিখ ... 2. APR 2017
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৭ ...

ইবি শিক্ষকের নিয়োগ বাণিজ্যের অডিও ফাঁস

‘থ্রি ফার্স্ট ক্লাসে ১৫ লাখ টাকা, ফোরে ১২’

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সাবেক সভাপতি মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। নিজ বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গে লেনদেন চূড়ান্ত করেছেন তিনি। তার ঘনিষ্ঠজনদের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সারেন রুহুল আমিন।

মো. রুহুল আমিন

এ সংক্রান্ত একটি কথোপকথনের অডিও রেকর্ড যুগান্তরের হাতে এসেছে। এতে উঠে আসে, রুহুল আমিন তার এক বন্ধুকে প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন, শিক্ষাজীবনের চারটি সনদের (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) সব কটিতে প্রথম শ্রেণী থাকলে ১২ লাখ টাকা হলেই প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করা হবে। তিনটিতে প্রথম শ্রেণী থাকলেও চলবে। সেক্ষেত্রে লাগবে ১৫ লাখ টাকা। আর যারা টাকা দিতে চাইবে না, তাদের জন্য ভীষণ কঠোর তিনি। হুমকি দিয়ে বলেছেন, তার ‘চাকরি যাতে জীবনে না হয়, সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব।’

অডিও ক্লিপ শুনতে ওপরের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

প্রার্থী খুঁজে দেয়ার জন্য তার ওই বন্ধুকে নানা প্রলোভন দিয়েছেন রুহুল আমিন। আশ্বাস দিয়েছেন লেনদেনের একটি অংশ (কমিশন) তাকে দেবেন, পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্নে সহযোগিতা করবেন এবং তাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে ব্যবস্থা নেবেন। রুহুল আমিনের ওই বন্ধুর নাম মো. আবদুল হাকিম। তিনি

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

‘থ্রি ফার্স্ট ক্লাসে ১৫ লাখ টাকা, ফোরে ১২’

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আর রুহুল আমিন এখন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর।

২০১৫ সালের ২০ অক্টোবর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার হয়। ওইদিনই রুহুল আমিন আবদুল হাকিমের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। ১০ মিনিট ১ সেকেন্ডের ওই অডিও রেকর্ডে রুহুল আমিন নিজ বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জন্য লোক খুঁজতে নির্দেশনা দেন। এর মধ্যে রয়েছে— মার্কেটিং, ফোকলোর স্টাডিজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগ।

রেজিস্ট্রার অফিস সূত্র জানায়, এসব বিভাগের নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডে এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে দ্রুতই এসব বিভাগের নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে। যুগান্তরের পাঠকদের মো. রুহুল আমিন ও মো. আবদুল হাকিমের কথোপকথনের বিশেষ অংশ তুলে ধরা হল—

রুহুল : ওই আজকের অবজারভারে কিন্তু ফিন্যান্সের সার্কুলার হইছে।

আবদুল হাকিম : তা ফিন্যান্সের সার্কুলার হইলে আমি কি হরবো, হে... হে...।

রুহুল : তুই ক্যান্ডিডেট ধরবি।

আবদুল হাকিম : দেখমুনি, খোঁজ-খবর নিমুনি। ... এত" তাড়াতাড়ি সার্কুলার চলে আইছে।

রুহুল : তুই মার্কেটিংয়ে খুঁজলি না।

আবদুল হাকিম : মার্কেটিং... মনে করো যে আটপার-বাটপারদের ভর্তি তো... অনেকেই বিশ্বাস করে, অনেকেই ট্যাহা কম দিব, এত ট্যাহার কথা হুইনা মাতা ঘুইরা যায়, ট্যাহা ছাড়াই চাকরি নিবার চায়।

রুহুল : যেডা যেডা এইরমক চায় আমাক বলিস তো, চাকরি যাতে জীবনে না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব।

আবদুল হাকিম : হুম... ওই যে ওহেনে কিন্তু আমি কইয়া দি, সেলিম মিয়া, আমগোরে হুজুর সেলিম মিয়া মার্কেটিংয়ে অ্যাপলিকেশন করছে, জুলফিকার মার্কেটিংয়ে অ্যাপলিকেশন করেছে। এগুলার চাকরি হইলে তোগোরি ঘটি-বাটি আউট হইয়া যাইব।

রুহুল : পাগল হাইচ্যাস, এত সোজা, চাকরি নেয়া।

আবদুল হাকিম : দেহি ফিন্যান্সে পাওয়া যায় কিনা, খুঁজবানে।

রুহুল : তাড়াতাড়ি, ইকোনমিক্সে পাস নাই? ফিন্যান্সে পাস নাই? মার্কেটিং এ পাস নাই?

আবদুল হাকিম : ওইতো এখানতো বিচিত্র ক্যান্ডিডেট।

রুহুল : পলিটিক্যাল সাইন্স? ফোকলোর?

আবদুল হাকিম : আবার এখন ট্যাহার কতা হুইনা আইনা, মনে করোন যে শালা তো আমার ট্যাহা-পয়সা নিবরে। চাকরি-বাকরি তো কিছুই তা ঠিকই না। ট্যাহা খোঁজে।

রুহুল : চাকরি বাদ দিয়া যদি ধর যে এই শালার এই এই কাজও করতি তাওতো মেলা টাকা ইনকাম করতি (গালি)।

আবদুল হাকিম : এইডাই, ঠিকি আছে, সবাই তো আর বিশ্বাস করে না।

রুহুল : চাকরি বাদ দিয়া যদি রাজশাহী যাইয়া বইসা থাকতি, শালার দুইডা সাবজেক্টের প্রত্যেকটায় যদি দুইডা কইরা ক্যান্ডিডেট করলি তো ধর যে চার আর লাখ দশেক টাকা করে ইনকাম করলি আর লাগে। হে... হে...।

আবদুল হাকিম : তাতো ঠিকই।

রুহুল : তাই না... আ

আবদুল হাকিম : দেকমুনি, দেকমুনি সমস্যা নাই দেহি, বাইর করোন যায় কিনা

রুহুল : তাইলে দেখ, খুঁজতে থাক, আর কি অবস্থা।

আবদুল হাকিম : থ্রি ফাস ক্লাস হইলে চইলব, থ্রি ফাস ক্লাস।

রুহুল : ফোর ফার্স্ট ক্লাস বেশি খুঁজবি, থ্রি ঝামেলা হয়ে যায়।

আবদুল হাকিম : ফোর ফার্স্ট ক্লাস তো পাওয়াও মুশকিল। আবার ফোর ফার্স্ট ক্লাস ১৫ লাখ ট্যাহা দেবার রাজিও হয় না।

রুহুল : নাজমুল মার্কেটিংয়ে রাজি হইছিল, খুঁজছিল?

আবদুল হাকিম : অ্যাঁ।

রুহুল : নাজমুল মার্কেটিং কি পাইলো কাউকে?

আবদুল হাকিম : কোন নাজমুল

রুহুল : নাজমুল না ইয়ে সরি্য ইয়ে কি জানি বলছিলি।

আবদুল হাকিম : কামাল, কামাল।

রুহুল : কামাল, কামাল?

আবদুল হাকিম : একজোনারতো কতা-বার্তা ছিল, পরে টেহার কতা হুনে তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রুহুল : আচ্ছা।

আবদুল হাকিম : ট্যাহা ১৫ লাকের কথা কওয়া হইছিল না? হইনেই অজ্ঞান অয়া গেছে।

রুহুল : বুঝছি।

আবদুল হাকিম : হম... হম...

আবদুল হাকিম : কয় হ্যার আবার চাইরডা ফার্স্ট ক্লাস তো, কয় সুইনাই অজ্ঞান হইয়া গেল আবদুল হাকিম ভাই, আমি আর কি কবো, তাই আমি বল্লাম যে, ঠিক আছে তাইলে ফোর ফার্স্ট ক্লাস নিয়া ওই ওইহানে চাকরি কইরা খাইক, যেহানে আছে ওইহানেই খাইক।

রুহুল : ওই অ্যাপ্লাই করছে?

আবদুল হাকিম : অ্যাপ্লাই তো মানি করছেই, ফার্স্ট ক্লাস চাইরডা।

রুহুল : চাইরডা ফার্স্ট ক্লাস হইলে একটু কম দিলেই হবে।

আবদুল হাকিম : চাইরডা ফার্স্ট ক্লাসে কি দশে দিবার পারবি।

রুহুল : ব্যবস্থা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে।

আবদুল হাকিম : চাইরডা ফার্স্ট ক্লাস যদি দশে পারোস, তালি পরে আমি যোগাযোগ করতিছি আবার, মার্কেটিংয়ে, আর ফিন্যান্সে খুঁজি, দেহি।

রুহুল : ওরে বলবি যে আমি চেষ্টা করব, ১০ না হয় ১২ পর্যন্ত নিতে হবে, কারণ কিছু তো তোর থাইকতে হবে, থাইকতে হবে না?...

আবদুল হাকিম : এহন দশের কতা কছিলাম, আমি আবার ডাইরেক্ট না করি দিছি, যে দশে তো হবো না।

> ‘যারা টাকা দিব না, চাকরি যাতে জীবনে না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব’

রুহুল : কে বলছিল।

আবদুল হাকিম : আছে একটা ক্যান্ডিডেট, চারটাতেই ফার্স্ট ক্লাস, রাজশাহীরই ক্যান্ডিডেট।

রুহুল : অ্যাপ্লাই করছে?

আবদুল হাকিম : অ্যাপ্লাইতো করছেই।

রুহুল : তাইলে ওর সাথে কথা বল।

আবদুল হাকিম : তাইলে আমি একটু খোঁজ নেই, বুঝছু?

রুহুল : তাইলে ওর সাথেই কথা বল, বল যে ঠিক আছে, তোকে কিন্তু আরও দুই এক লাখ লাইগতে পারে, এইডা বইলা রাখ।

রুহুল : না ১২ পর্যন্ত হয়তো টাইনা টুইনা যাওয়ার পারমু, আমি আবার কিছুই কই নাই।

আবদুল হাকিম : না ১২ পর্যন্ত হইলে হবে কি, তোর কিছু থাকল আর আমি এখানে ১০ পর্যন্ত হইলে কাজ করতে পারি

আবদুল হাকিম : আচ্ছা অসুবিধা নাই, দেহিস আমি তাইলে কতা কই দেহি।

রুহুল : তুই তাইলে কতা কইয়া একেবারে রেডি করে ফেলবি, টাকা-পয়সা সব রেডি করে তারপর আমাকে জানাবি।

আবদুল হাকিম : আমি দোস এহনি কতা কই, কতা কইয়া তোক জানাইতেছি, দেহি কি অবস্থা, শোন ওর ভাববার সময় দিছি, আমি ওর ভাববার সময় দিসি।

রুহুল : বলবা যে কি করলা আগে সেইডা বল, চাকরি-বাকরি এত সহজ না, আর ওখানে মার্কেটিংয়ের চাকরিতে মাসে এক লাখ টাকা ইনকাম হবো।

আবদুল হাকিম : হ্যাঁই শুধু মার্কেটিং না তো যে কোনো সাবজেক্টেই তো ইনকাম মেলা

রুহুল : মার্কেটিং নতুন সাবজেক্ট একেবারে রাজত্ব করতে পারবা, ঢুকলেই এক বছরের মধ্যে চেয়ারম্যান হয়ে যাবা, দরকার হইলে এক নাম্বার করে দিব, বুঝতে পাইরছিস।

এ পর্যায়ে নিজের নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা তা জানতে চান আবদুল হাকিম। বলেন, এহন ডিগ্রি (পিএইচডি) ওইলে আমারডা কি হইরবার পারবি হেইডা চিন্তা কর।

রুহুল : ডিগ্রি হইক তার পরে, পরেরটা আগে কইরা তো লাভ নাই।

আবদুল হাকিম : ওহ ... হ, তাতো ভালোই।

রুহুল : ডিগ্রি হইলে তখন যুদ্ধ করতে পারব, তুইতো হইল নিজের মানুষ।

আবদুল হাকিম : ডিগ্রি হইলে তখন সম্ভব হইব কিনা, হ্যাঁ...?

রুহুল : হ্যাঁ হ্যাঁ।

আবদুল হাকিম : জাইনা কস? না, না জাইনা কস?

রুহুল : না... না... কোনো টেনশন নাই, আগে খালি ডিগ্রিটা হইক না, দরকার হইলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করব, তাও তোকে শিক্ষক বানাবোই... হে... হে...।

আবদুল হাকিম : তাই, তাইলে তুই, আমি তাইলে কতা বইলা... আমি তাইলে কতা বইলা তোক জানাইতাছি, হুম?

রুহুল : ঠিক আছে তুই কোনো টেনশন করিস না।

আবদুল হাকিম : টেনশন তো, টেনশন কইরা কইরা তো জীবন শেষ অয়া গেল।

রুহুল : অতো টেনশন কইরা লাভ আছে?

আবদুল হাকিম : ৪০ বছরের মধ্যে যদি ঢুকতে পাইরতাম, তাও ২৫ বছর চাকরি করা যাইতো, তুই বুঝছু, আমি খালি চিন্তা কইরছিলাম আল্লায় যেন কপালে কি রাখছে, এহনো সার্টিফিকেটের বয়স কেবল ৩৮ বছর কিন্তু।

রুহুল : তোর পুরো ডিগ্রিটা আরও আগে হওয়া উচিত ছিল, তাইলে তো শালা কত সুযোগ ছিলরে, শালার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আমি নিজের লোকই খুঁজে পাইলাম না, এক কামাল ছাড়া।

এরপর তারা ফিরে আসেন নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায়।

আবদুল হাকিম : ওরে এইডা ওইযে এই (গালি) মিলন। (গালি) আমাক শ্যার্থ কইরে দিল।

রুহুল : হ ... হ (গালি) মিলন না হইলে... আর ইয়ের সাথে কতা হইছে?

আবদুল হাকিম : আরে তুমি কইলা শাওনেরে সাইচ কইরা ফেলাইচি, শাওন আমাক কতা মনে করো যে ফেইলতে পারবে না।

রুহুল : হম কি বইলছে? কি বইলছে?

আবদুল হাকিম : আমি তোক কইছিলাম না, আমি সেই ব্যবস্থা করছি। বাড়িতে আইসা রাগ করছি, সেও রাজি হইয়া গেছে গা।

এ সংক্রান্ত আরও কিছু কথাবার্তার পর পিএইচডি ডিগ্রি কীভাবে দ্রুত শেষ করা যায় এ নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে। ফাঁকে চলতে থাকে নিয়োগ নিয়ে আলোচনাও।

এই অডিও রেকর্ড ফাঁস হওয়ার পর মো. রুহুল আমিনের এ নিয়োগ বাণিজ্যের শক্তির উৎস কোথায় সেটি নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মো. রুহুল আমিন যুগান্তরের কাছে প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করেন। এক পর্যায়ে তার এবং তার বন্ধুর কথোপকথনের রেকর্ড রয়েছে জানালে তিনি বলেন, ‘মানসম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। কিছু একটা পাইলে নিউজ না করে যাচাই-বাছাই করা উচিত। আমি যেন মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি সেদিকে একটু নজর রেখো ভাই।’

মো. আবদুল হাকিমের সঙ্গে পরিচয় গোপন করে রুহুল আমিনের রেফারেন্স ব্যবহার করে কথা বলে যুগান্তর। এ সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগে সহযোগিতা করতে সম্মত হন তিনি। পরে সাংবাদিক পরিচয়ে কথা বলতে গেলে বিষয়গুলো এড়িয়ে যান এবং ওপর প্রান্ত থেকে এ প্রতিবেদককে গালাগাল করতে থাকেন। পরে তিনি বলেন, ‘রুহুল আমার বন্ধু মানুষ। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হতেই পারে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারী যুগান্তরকে বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে ঘটনা সত্য হলে এবং আমার এখতিয়ারের মধ্যে পড়লে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’